দৈনিক খবর

তারিখ 09 NOV 1989 পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

33

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আবারও বন্ধ ঘোষণা

কুমিল্লা, ৮ই নভেম্বর (জেলা সংবাদদাতা)।- কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আবারো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয় এবং সেই সাথে সকল ছাত্রদের সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়াহয়েছে।

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

কুমিল্লা পলিটেকনিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত ৬ই নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি অধ্যক্ষের দেয়া একটি নোটিশকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি ও বচসার এক পর্যায়ে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে। তারা ইনস্টিটিউটের প্রধান ফটকটিতেও তালা লাগিয়ে দেয়। পরে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর বেলা ২টার দিকে অধ্যক্ষকে উদ্ধার করে শহরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু উত্তেজিত ছাত্ররা অধ্যক্ষের অপসারণের দাবী জানাতে থাকে।

পরবর্তী পর্যায়ে সেদিন রাত্রে ইনস্টিটিউটের পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসকের বাস ভবনে উক্ত পর্যায়ের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি গভীর রাত্র পর্যন্ত চলে। সভায় পরিস্থিতির অবনতির আশংকায় ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা ও ছাত্রদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ক্ষোভের কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠানের পরদিন ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকে। কিন্তু গত ৩১শে অক্টোবর এ বছরে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠানের পরদিন কর্তৃপক্ষ দাবী সত্ত্বেও ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেনি। ফলে ছাত্ররা পরদিন বুধ ও বৃহস্পতিবার পর পর দু'দিন ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে। পরে শনিবার সপ্তাহের প্রথম দিন ছাত্ররা যথারীতি ক্লাশে উপস্থিত হলেও গত দু'দিন তারা ক্লাশে অনুপস্থিত থাকার কারণে সেদিন শিক্ষকগণ ক্লাশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও ঘটনা বেশীদূর গড়ায়নি। পরদিন রোববার হরতাল থাকা সত্ত্বেও যথারীতি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গোলবাধে পরদিন ৬ই নভেম্বর সোমবার। সেদিন আকস্মিকভাবে অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে সংসদের ভিপি গোলাম মোস্তফাকে একটি নোটিশ দেয়া হয়। এতে ছাত্রদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে। এরই পরিণতিতে ইনস্টিটিউট বন্ধ করে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ৭ই সেপ্টেম্বর শহরে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে লিটন হত্যার প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিকে আগামী ৩০শে নভেম্বর ইনস্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। অথচ পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করায় স্বাভাবিক ক্লাশ ও লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ।